# বিষয়বস্তুঃ গোনাহ্ বর্জন

## রবীউস সানী মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২১ রবীউস সানী ১৪৪৬ হিজরী, ২৫ অক্টোবর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নু'মানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১৫৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنَ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

**সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা !** আজ রবীউস সানীর ২১ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা গোনাহ্ বর্জন সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা। আর আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার উপায় হল নেক আমল করা এবং গোনাহ বর্জন করা। আমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে তিনি আমাদেরকে দিবেন জান্নাত। আমরা

চিরকাল মহানন্দে সেখানে জীবন-যাপন করবো। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা তাকে দিবেন জাহান্নামে। যেখানে আযাবের সবরকম ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা 'নাযিআত' এর ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতে এ কথাই বলেছেনঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنَ الْهَوٰى ۞ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

" যে ব্যক্তি (দুনিয়ায় থাকতে) নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে চলেছে এবং নিজেকে গোনাহ থেকে সংযত রেখেছে, (পরকালে) তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এ ধ্যান ধারণা নিয়ে চলবে যে, একদিন আমাকে আমার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তাই কোন রকম গোনা'র কাজ করা যাবে না, এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বরং এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা দু'টি জান্নাত দিবেন। সূরা রহমানের ৪৬ নম্বর আয়াতে

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ “ যেব্যক্তি (দুনিয়াতে) নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে চলেছে, তার জন্যে (আখিরতে) রয়েছে দু’টি জান্নাত।”

**সম্মানিত উপস্থিতি !** এ সব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর ভয় হল মস্তবড় আমল। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, সে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারে। পক্ষান্তরে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে গোনা’র পরওয়া করে না। যুলুম-অত্যাচার, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ধোঁকাবাজি, প্রভৃতি যত রকম গোনাহ আছে, সবকিছুর মূল কারণ হল আল্লাহর ভয় না থাকা।

## আল্লাহর ভয়ের একটি ঘটনাঃ

বর্ণিত আছে, একদিন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) নিজের ছাত্রদের নিয়ে মক্কার কোন এক পথে চলছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক জায়গায় অবস্থান করলেন। সেখানে ছিল একটি রাখাল। যে ছাগল চরাচ্ছিল। খানা খাওয়ার সময় ইবনে উমার রাখালটিকে খানা খেতে বললেন। তখন রাখালটি বললঃ আমি রোযায় আছি। ইবনে উমার (রযি) তাকে বললেনঃ এত গরমে এই পাহাড়ি

এলাকায় তুমি ছাগল চরাচ্ছো, আবার রোযায় আছো ! রাখাল বললঃ আমি পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাখালের এ কথা হযরত ইবনে উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর খু-ব ভাল লাগল। তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেনঃ তুমি আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করবে ? তখন সেই রাখালটি বললঃ ছাগলের মালিক এখানে নেই। মালিকের অনুমতি ছাড়া আমি আপনার কাছে ছাগল বিক্রি করতে পারব না। হযরত ইবনে উমার (রযি) তখন রাখালকে বললেনঃ তুমি তোমার মালিককে বলবে, একটি ছাগল নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এ কথা শুনে রাখালটি বললঃ আমি মিথ্যা কথা বলব না। কেননা, ছাগলের মালিক দেখতে না পেলেও আমার আল্লাহ তায়ালা তো সবকিছু দেখছেন ! 'হায়াতুস সালাফ' নামক কিতাবের ৮০৫ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি লেখা আছে। লক্ষ্য করুন, এরই নাম হল আল্লাহর ভয়ে গোনাহ বর্জন করা।

## আরেকটি ঘটনাঃ

সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে, একদিন বনী ইসরাঈলের ৩ জন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। এমন সময়

ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখন তারা পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে বিরাট বড় একটি পাথর এসে গুহার মুখে পড়ল। যার ফলে গুহার মুখ একেবারে বন্দ হয়ে গেল। আর তারা ৩ জন সেই গুহার মধ্যে আটকে পড়ল। তখন তারা একে অপরকে বললঃ আজ আমাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। এই বলে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সৎকাজের ওসীলাহ দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের দুআ কবুল করলেন এবং তাদেরকে সেই মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

ওই ৩ জন ব্যক্তির মধ্য থেকে একজন আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করেছিল যে, হে আল্লাহ ! এক সময় আমার একজন মজদুর ছিল। সে কিছু ধানের বিনিময়ে আমার কাজ করেছিল। কিন্তু সে নিজের পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গিয়েছিল। তখন আমি তার ধানগুলি নিজে আত্মসাৎ না করে সেই ধানগুলি চাষের কাজে লাগিয়েছিলাম এবং তাতে যে ফসল হয়েছিল, তা দ্বারা আমি তার জন্য কিছু গরু কিনেছিলাম। বহুদিন পর সে যখন আমার কাছে নিজের

পারিশ্রমিক নিতে এসেছিল, তখন আমি তাকে বলেছিলামঃ এসব গরু তোমার। তুমি নিয়ে যাও। সে তখন বলেছিলঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না। দয়া করে আমার পাওনা আদায় করুন। তখন আমি তাকে বিষয়টি খুলে বললে সে গরুগুলি নিয়ে চলে গিয়েছিল।

হে আল্লাহ ! তুমি জান, আমি তোমার ভয়ে সেই মজদুরের পারিশ্রমিক আত্মসাৎ করিনি। আমি তোমার ভয়ে তার পারিশ্রমিক আরো বাড়িয়েছিলাম। তুমি আমার এ আমলের ওসীলায় গুহার মুখটি খুলে দাও। আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করেছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেছিলঃ হে আল্লাহ ! আমার বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাপ ছিল। আমি যখন ছাগল চরিয়ে বাড়ি আসতাম, তখন প্রথমে তাদেরকে দুধ পান করাতাম, তারপর আমার সন্তানদেরকে পান করাতাম। একবার আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল। সেদিন আমি বাড়ি ফিরে দেখি আমার আব্বা-আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি রীতিমত দুধ দুয়ে তাদের মাথার কাছে সারারাত দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার সন্তানেরা ক্ষুধায় কান্নাকাটি করছিল কিন্তু আমি তাদেরকে

আমার মা-বাপের আগে খেতে দেইনি। হে আল্লাহ ! তুমি জান, আমি তোমার ভয়ে এটা করেছিলাম। আমার এ আমলের ওসীলায় তুমি পাথরটি হটিয়ে দাও। দেখা গেল, পাথরটি আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু এখনও গুহা থেকে তাদের বার হওয়ার মতো প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়নি।

তাই তৃতীয় ব্যক্তি বললঃ ইয়া আল্লাহ ! তুমি জানো, আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। আমি তার সাথে নিজের খায়েশ মেটানোর জন্য ব্যভিচারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন আমি তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে রাজি করিয়েছিলাম। অতঃপর আমি যখন ব্যভিচার করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিলাম, তখন সে আমাকে বলেছিলঃ তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আমাকে অবৈধভাবে ভোগ করো না। তার এ কথা শুনে আমি ব্যভিচার থেকে বিরত ছিলাম। হে আল্লাহ ! তুমি জানো, আমি তোমার ভয়ে ব্যভিচার বর্জন করেছিলাম। আমার এ আমলের ওসীলায় গুহার মুখ থেকে পাথরটি সম্পূর্ণ সরিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তার এ দুআ কবুল করলেন এবং

পাথরটিকে সম্পূর্ণভাবে হঠিয়ে দিলেন। এভাবে বনী ইসরাঈলের ওই ৩ জন ব্যক্তি চরম বিপদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি সহীহ বুখারীর ৩৪৬৫ নম্বর হাদীসে বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! লক্ষ্য করুন, আল্লাহর ভয়ে গোনাহ বর্জন করা কতবড় আমল। বনী ইসরাঈলের প্রথম মানুষটি আল্লাহর ভয়ে শ্রমিকের মজুরি আত্মসাৎ করিনি। দ্বিতীয় জন আল্লাহর ভয়ে মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার বর্জন করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এসব আমলের ওসীলায় মহাবিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলেন। আর আখিরতে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

## প্রত্যেক গোনার ৪টি সাক্ষী থাকেঃ

ঈমানদার ভায়েরা ! আমরা ভাল-মন্দ যা কিছু করি, আল্লাহ তায়ালা সবই জানেন। তবুও আল্লাহ তায়ালা মানুষের আমলের জন্য ৪ রকম সাক্ষী রাখেন। প্রথম সাক্ষী হল, মানুষের আমলনামা। দ্বিতীয় সাক্ষী হল আমল লেখার

ফেরেশতাগণ। যাদেরকে আমরা কিরামান-কাতিবীন বলে জানি। কিরামান-কাতিবীন মানে, আমল লেখার সম্মানিত ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ভাল ও মন্দ আমলসমূহ লেখার জন্য যে সকল সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারাই হলেন কিরামান-কাতিবীন। এখানে বলে রাখি, অনেকে মনে করেন যে, কিরামান একজন ফেরেশতার নাম আর কাতিবীন অন্য আরেকজন ফেরেশতার নাম। মনে রাখবেন, এটা ভুল ধারণা। সঠিক কথা হল, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ভাল ও মন্দ আমলসমূহ লেখার জন্য যে সকল সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারাই হলেন কিরামান-কাতিবীন। কিরামান-কাতিবীন মানে, আমল লেখার সম্মানিত ফেরেশতাগণ।

যাইহোক, মানুষের আমলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তৃতীয় সাক্ষী হল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের মন্দ আমলের জন্য সাক্ষ্য দেবে। সূরা ইয়াসীনের ৬৫ নম্বর আয়াতে এ কথা লেখা আছে।

চতুর্থ সাক্ষী হল এই যমীন। আমরা যা কিছু করছি, যমীনে সব রেকর্ড হয়ে থাকছে। যেন গোটা যমীন আল্লাহর মেমোরিকার্ড। কিয়ামতের দিন আমাদের এই যমীন নামক মেমোরিকার্ড মানুষের ভাল-মন্দ সব আমল বলে দেব। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যমীনকে আদেশ দিয়ে বলবেনঃ তোমার উপর কে কী আমল করেছে, তুমি তা বলে দাও। তখন যমীন সবকিছু বলে দেবে। সূরা যিলযালের ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۞ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا

“ সেদিন যমীন তার সব বৃত্তান্ত বলে দেবে। কারণ, তোমার রব যমীনকে (সবকিছু বলার) আদেশ দেবেন।”

ব্রাদারানে ইসলাম ! আমাদের গোনার জন্য সাক্ষী হবে আমাদের আমলনামা। সাক্ষী হবেন আমল লেখার ফেরেশতাগণ। কিয়ামতের দিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমাদের সব গোনার কথা বলে দেব আমাদের এই যমীন, যার উপর আমরা আজ নির্দিধায় চলাফেরা করছি। তাই আসুন, আমরা গোনাহ বর্জন করি। কেননা, আমরা আমাদের রবকে কক্ষনো ফাঁকি

দিতে পারব না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
( শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা )

---

**কোন কারণে আমাদের ফাতাওয়া বিভাগ অস্থায়ীভাবে বন্ধ রয়েছে। অতএব, আপনারা 97-32-32-32-24 নম্বরে এখন মাসআলা মাসাইয়েলের জন্য ফোন করবেন না।**

**অফিসিয়াল প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন।**

**মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।**